গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ঃ ২৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনীসহ খসড়া আকারে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১)বান্দরবান- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৭২টি, নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ৫১টি, স্কুলে পড়ার যোগ্য ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৯৭,২৮০ জন, ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণ যোগ্য ১৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাঙ্গামাটি- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৬৬টি, মেরামত অযোগ্য এবং সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ প্রয়োজন ৩৮টি, নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ১৭টি, স্কুলের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১,০৬,৪৯২ জন। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণ যোগ্য ৮৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। খাগড়াছড়ি- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৭৯টি, জাতীয়করণের জন্য স্কুলের সংখ্যা ৩২টি।	(১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। (২) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত তিনটি আবাসিক	(১)যুগ্মসাচিব(পারষদ), পাচবিম (২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

		নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ২৭টি, স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১,০২,৯৭৬ জন। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় জেলা পরিষদ কর্তৃক মেরামত/আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং একটি বিধ্বস্ত বিদ্যালয় নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনটি আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাস প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরও তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ কোন বরাদ্দ প্রদান না করায় ছাত্রাবাসগুলো চালু করা যাচ্ছে না। ২) ২২৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রূপান্তর করে জাতীয়করণের বিষয়ে ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে উন্নয়ন শাখা থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩) খাগড়াছড়ি জেলার তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর জন্য জনবল নিয়োগ ও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর কোন যোগাযোগ হয় নাই।	ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ দুটি বিষয়ে পরিষদ অধিশাখা হতে পত্র প্রেরণসহ উক্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোঃ এনামুল হক বলেন যে, প্রতিটি পুরাতন ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী বান্দরবানে ৯৫টি রাঙ্গামাটিতে ১৪১টি ও খাগড়াছড়িতে ১০৮টি সহ তিন জেলায় মোট ৩৪৪টি ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে। এর মধ্যে বান্দরবানে ৬৯টি, রাঙ্গামাটিতে ৩৮টি, এবং খাগড়াছড়িতে ৫৫টি সহ মোট ১৭২টি ক্লিনিক চালু রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ জানান যে, সরেজমিনে দেখা গেছে অনেক ক্লিনিকের অবস্থা জরাজীর্ণ এবং অনেকগুলি চালু নেই।	প্রতিটি জেলায় মোট কতটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে, কতটি চালু আছে, কতটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে এর বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সবগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও চালুর বিষয়ে তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রের অনুলিপি পাওয়া গেলে এ মন্ত্রণালয় থেকেও পত্র দেয়া হবে। এছাড়া আগামী সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ তিন জেলার সিভিল সার্জনকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়।	(১)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; (২) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; (৩) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা; ৪)স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়

৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত `পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' পরিচালিত হয়ে আসছে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কফি, স্ট্রবেরী, চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(১) ফাও এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের খোঁজখবর ও তদারকির জন্য যুগ্মসচিব উন্নয়নকে অনুরোধ করা হয়। (২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প ২য় পর্যায় ২০০৮-১৫ অব্যাহত রাখার জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। (৩) কফি ও স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	(১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; (২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; (৩) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ;
৫.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৫ মেয়াদে "উচু ভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। ২) তিন পার্বত্য জেলায় ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটির "ফিজিবিলিটি স্টাডি" সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২৮/০৬/২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হবে। ৩) গত মার্চ ২০১৫ খ্রি. মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে পপি ও তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে, `ALLEVIATE RURAL POVERTY THROUGH ESTABLISHMENT OF SMALL AND MIXD FRUIT GARDEN	প্রকল্পগুলো চালু রাখার ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।	(১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), পাচবিম; (২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। (৩) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ;